রুটব্রিজে খুনোখুনি • প্রাক্তন • মুখোশ মানুষ

রহস্য সন্ধানী তিন মহিলা

আবীর গুপ্ত

পুনশ্চ

সূচিপত্র

রুটব্রিজে খুনোখুনি	৯
প্রাক্তন	১৯
মুখোশ মানুষ	৫৫

রুটব্রিজে খুনোখুনি

এক

আত্রেয়ী যে ঘরে শুয়ে আছে তার দরজা খোলা রয়েছে কারণ মালকিন খাসি মেয়েটি দরজা খোলা রাখতে বলেছিল। সঙ্গে এটাও বলেছিল এখানে দরজা খোলা রেখে শুলে বিপদ-আপদের কোন সম্ভাবনা নেই। এটা একদম সেফ জায়গা। তাছাড়া ওই বিদেশি মেয়ে দুটিও তো ফিরবে। ওরা রাতে দরজা খোলা না পেলে বিপদে পড়বে। আত্রেয়ী ডিনারের সময় জিজ্ঞাসা করেছিল - এত রাত হয়েছে, ওরা ফেরেনি, আপনাদের চিন্তা হচ্ছে নাল তাতে মালকিন খাসি মেয়েটি বলেছিল, এখানে নাকি এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত বিদেশি পর্যটকরা ছর্ণার কাছে গিয়ে নেশা টেশা করে পড়ে থাকে। কখনো অনেক রাতে ফেরে আবার কখনো ফেরেই না। পরদিন সকালে এসে রুকস্যাকটা নিয়ে চলে যায়। তাই, আত্রেয়ী আর কথা বাড়ায়নি।

হঠাৎ, একটা অস্বাভাবিক আওয়াজে আত্রেয়ীর ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখলো, রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। দরজার বাইরে মনে হল কেউ যেন কাতরাচ্ছেল কম্বল সরিয়ে উঠে পড়লো। দরজার কাছে আসতেই বাইরের দশ ওয়াটের ল্যাম্পের আলোয় দেখলো একটি অল্পবয়সী শর্টসআর টি-শার্ট পড়া বিদেশি মেয়ে দরজার বাইরে মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে। মেয়েটিকে ধরে তুলতে গিয়ে দেখলো পেটের কাছ থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। মেয়েটি তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। সম্ভবত, কোনো রকমে দরজা অবধি এসে যন্ত্রণায় আর রক্তক্ষরণে জ্ঞান হারিয়েছে। টিশার্টটা পেটের কাছ থেকে সরাতেই ক্ষতটা দেখতে পেল। সম্ভবত গুলির ক্ষত। পেটে গুলি লেগেছে। কিন্তু, কে ওকে গুলি করলোল গুলির আওয়াজ তো শোনা যায়নিল এখানে গুলি গোলার আওয়াজ হলে ঠিকই শোনা যাবে। সেক্ষেত্রে, একটাই কারণ হতে পারে, সাইলেন্সার ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থাৎ, যে বা যারা এই মেয়েটিকে গুলি করেছে তারা অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছে।

দুই

আত্রেয়ী খুব সুন্দরি না হলেও বেশ আকর্ষণীয়া, বিশেষত ওর ফিগারটা দারুণ। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি হাইট। কুংফু ও ক্যারাটে অসম্ভব ভালো জানে শুধু নয় ও তাতে ব্ল্যাক বেল্ট-এর

অধিকারী। অত্যন্ত স্মার্ট এবং ডাকাবুকো টাইপের। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও জানে। রিভলভারে লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা বেশ ভালো এবং তা পরীক্ষিত। এখন ওর বয়স বাইশ বছর তিন মাস। বাবা আর মা বছর চারেক আগে একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে একই সঙ্গে মারা গেছেন। সংসারের ও একা, একদম একা। শুধু দেখভালের জন্য ওর জন্মের আগে থেকে ওদের বাড়িতে যে কাজের মহিলা ছিল সে এখনও রয়ে গেছে। ওকে অত্যন্ত স্নেহ করে বলে ওকে ছেড়ে, কাজ ছেড়ে চলে যায় নি। বাবা-মার মৃত্যুর পর একটা আর্থিক সংকট অবশ্য ছিল, তবে এখন তা নেই। আত্রেয়ী ভালোই রোজগার করে। যদিও কোথা থেকে, কীভাবে, কত টাকা রোজগার করে তা ও কাউকে জানায় না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে এড়িয়ে যায়।

আত্রেয়ীর দুই বান্ধবী একসঙ্গে মেঘালয়ে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করলো। ও রাজি হয়ে গেল। তিনজনে প্রথমে ট্রেনে এল গুয়াহাটি। সেখানে দু রাত কাটিয়ে সবকিছু দেখে চলে গেল কাজিরাঙ্গা রিজার্ভ ফরেস্টে। সেখানে এক রাত কাটিয়ে, জঙ্গল সাফারিতে গন্ডার, হাতি, হরিণ আর বাইসন দেখে সোজা শিলংয়ে। শিলং থেকে ঘুরতে এলো চেরাপুঞ্জিতে, থাকার জন্য বেছে নিল চেরাপুঞ্জি হলিডে রিসোর্ট যা চেরাপুঞ্জি থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। হোটেল মালিকের কাছে দ্রষ্টব্য যা যা আছে জেনে নিল। উনি বরবার করে রুটব্রিজ দেখতে যাওয়ার কথা বললেন। এই রুটব্রিজ অর্থাৎ গাছের শিকড়ের তৈরি ব্রিজ নাকি সম্পূর্ণ ন্যাচারাল উপায়ে তৈরি করা হয়ল একেকটা রুটব্রিজ সম্পূর্ণ তৈরি হতে ৬০-১০০ বছর লেগে যায়ল রুটব্রিজগুলোর মধ্যে সবচাইতে ভালো নাকি ডাবল ডেকার রুট ব্রিজ যদিও সেখানে যাওয়ার পথটা খুবই কষ্টকর।

ডাবল ডেকার রুট ব্রিজ দেখতে যাওয়ার পরিশ্রমের কথা শুনে ওর দুই বন্ধু যেতে রাজি হল না। অগত্যা, ও একাই যাবে বলে ঠিক করলো। সকাল থেকে তিন বন্ধু একসঙ্গেই ঘুরছিল, তারপর, বাকি দুজন দুপুর বারোটা নাগাদ ওকে মওসামক গ্রামে ছেড়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল লাইটকিনস্কিউ ভিউ পয়েন্টে। ওখান থেকে, ওর কাছে একটা রুট ব্রিজ আছে, সেটা দেখে চলে যাবে রিসোর্টে। আর ও ডাবল ডেকার রুট ব্রিজ দেখে পরদিন চলে যাবে রিসোর্টে - এরকমই ঠিক হল।

তিন

আত্রেয়ী যখন ডাবল ডেকার রুট ব্রিজের কাছে পৌঁছল তখন দুপুর প্রায় তিনটে বাজে। অস্বাভাবিক খিদে পেয়েছে। মওসামক গ্রাম থেকে ত্যারনা গ্রাম প্রায় দুই কিলোমিটার পথ। এই পথটা পুরো হেঁটে এসেছে। ত্যারনা গ্রাম থেকে বঠ নিচে ডাবল ডেকার রুট ব্রিজ যাওয়ার সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়ির ধাপগুলো বেশ উঁচু উঁচু, অসমান, পাহাড় কেটে করা। প্রায় ৮০০ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে যখন রুট ব্রিজের কাছে পৌঁছল স্বাভাবিকভাবেই

তখন বিধ্বস্ত অবস্থা। ব্রিজের পাশে গোটা সাত আটেক খাবার দোকান যেগুলো সব লোকাল খাসিরা চালায়। তার মধ্যে একটা একটু ভদ্র গোছের দোকান দেখে ঢুকে পড়ে খাবারের অর্ডার দিল। খাবার বলতে একটা প্লেটে ভাত, ডাল, সবজি আর একটু ধনেপাতার চাটনি। এছাড়া আর কিছু খেতে ভরসা হলো না। খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করে জানলো, এখানে সবকটা খাবার দোকানেই দোকানের পিছনে দু তিনটে ঘর আছে। সেই ঘরে রাতে থাকার ব্যবস্থাও আছে। বিছানা, বালিশ আর একটা কম্বল - এগুলো সবাইকে ওরা প্রোভাইড করে। যাঁরা রুট ব্রিজ দেখতে আসেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ বিশেষত বিদেশীরা এদের এখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে রওনা দেন উপরে উঠে ত্যারনা গ্রামে যাওয়ার জন্য। আত্রেয়ীর কাছে অন্য কোন অপশন নেই। এখন রওনা দিয়ে উপরে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত আটটা বেজে যাবে। এছাড়া উপরে ওঠার শারীরিক সক্ষমতাও এই মুহূর্তে নেই। তাই, দোকানের মালকিন খাসি অল্পবয়সী মেয়েটিকে জানিয়ে দিল রাতে ওখানে থাকবে। সেই অনুযায়ী পেমেন্টও করে দিল।

অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছিল, তাছাড়া অনেক কিছু ভাবারও ছিল। ওকে যেই ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেই ঘরে ঢুকে নির্দিষ্ট খাটে শুয়ে পড়লো। ওর খাট ছাড়াও ঘরে আরো দুটো খাট রয়েছে। মালকিন খাসি মেয়েটি জানালো ওই খাট দুটোতে দুজন বিদেশি মহিলা আছেন। ওঁরা আরও দূরে একটা ওয়াটার ফলসআছে সেটা দেখতে গেছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওঁদের ফেরার কথা। আত্রেয়ীর যখন ঘুম ভাঙলো তখন রাত প্রায় আটটা বাজে। ওই বিদেশি মহিলা দুজন তখনও আসেনি। ও ওই দোকানেই ডিনার সেরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো, কারণ যত রাত বাড়ছে ঠান্ডাও তত বাড়ছে। ওর বেশ ঠান্ডা লাগছে। তারপর, ঘুমিয়ে পড়লো। এর পরের ঘটনা প্রথমেই বলা হয়েছে।

চার

মেয়েটিকে প্রায় পাঁজাকোলে করে নিয়ে এসে খাটে শোয়ালো। মেয়েটি অচৈতন্য, যদিও মুখ দিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ বেরোচ্ছে। আত্রেয়ীর ব্যাগে ফার্স এইড বলতে রয়েছে স্যাভলন, নিওস্পোরিন মলম, বোরোলিন আর দুটো পাঁচ ইঞ্চি ব্যান্ডেজ। এত রাতে কোথাও কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। এই দোকানের মালকিন মেয়েটিও ঘুমাচ্ছে কিংবা অন্য কোথাও চলে গেছে। ও স্যাভলন দিয়ে তুলো ভিজিয়ে ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলো। রক্ত বেরিয়েই যাচ্ছে। তারপর, পুরো নিওস্পোরিন মলমের টিউবটা ক্ষতস্থানের উপর খালি করে তুলো চাপা দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল। গ্লাসে করে জল নিয়ে এসে মেয়েটির চোখে মুখে জল ছেটাতে লাগলো। এছাড়া, ওর আর করার কিছু নেই।

ভোররাতের দিকে মেয়েটির জ্ঞান ফিরলো। আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলো —

—তুমি কে? কে এমনভাবে গুলি করেছে? কী হয়েছিল?

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বহুকষ্টে যে কথাগুলো বলছিল তা শুনতে শুনতে আত্রায়ী বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে বরং নানা কথা ভেবে যাচ্ছিল। মেয়েটি ওর এক বান্ধবীর সঙ্গে ইন্ডিয়া বেড়াতে আসে মাসখানেক আগে। ওর নাম জিনিয়া। ওরা দুজনেই আরজেনটিনিয়ান। ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছয় কলকাতায়। সেখানকার এক হোটেলের বাইরে যখন চেক আউট করে ট্যাক্সি ধরতে যাচ্ছিল তখন সর্বস্ব খোওয়া যায়। রিভলভার দেখিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী ওদের সর্বস্ব নিয়ে পালায়। ওরা ভয়ংকর বিপদে পড়ে। তখন ওই হোটেলের এক কর্মচারী ওদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে আর নিয়ে যায় একজনের কাছে। ওই লোকটি ওদেরকে একটা কাজ দেয়, কাজটা করে দিতে পারলে দুজনে পাবে সাত লক্ষ টাকা, অবশ্যই ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে। পঞ্চাশ হাজার টাকা এডভান্স, বাকিটা কাজ শেষ হওয়ার পর। কাজটা কী? একটা প্যাকেট পৌঁছে দিতে যেতে হবে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জির কাছে ডাবল ডেকার রুট ব্রিজে। যাকে প্যাকেটটা পাঠানো হচ্ছে সে নিজেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকা দিয়ে প্যাকেট নিয়ে যাবে। চেরাপুঞ্জি পৌঁছনোর পর একটা ফোন নম্বরে ফোন করতে হবে। সেখান থেকেই ওদেরকে কী কী করতে হবে তার ইনস্ট্রাকশন পাওয়া যাবে। ব্যাস, টাকার জন্য ওরা এই কাজে জড়িয়ে পড়লো। ওদের প্ল্যান ছিল টাকা পেলেই সোজা নিজের দেশে ব্যাক করবে। চেরাপুঞ্জি এসে ফোন করতেই ওদেরকে ডাবল ডেকার রুট ব্রিজ ছাড়িয়ে ওয়াটার ফলসয়ে মাল নিয়ে যেতে বলা হল। সময়ও বলা হল, বিকেল পাঁচটা। সেখানে দুজনে গিয়ে প্রথমে কাউকে দেখতে পেল না, পরে দেখলো দুজন ইন্ডিয়ানকে, সম্ভবত ওখানকার মানুষ নয়। ওরা জিনিয়াদের কাছে মালটা চাইল। জিনিয়ার সন্দেহ হওয়ায় মালটা না দিয়ে আগে টাকাটা চাইল। ওরা আগে মালটা চাইল। উত্তপ্ত কথাবার্তার মধ্যে ওদের একজন রিভলভার বার করে গুলি করলো। জিনিয়ার বান্ধবী সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। জিনিয়ার পেটে গুলি লাগায় ছেহরাতে ছেহরাতে লুকিয়ে কোন রকমে ওই মালটা নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে।

মেয়েটি কোন রকমে জামার ভিতর বুকের কাছ থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বার করে আত্রেয়ীর হাতে দিয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। সকাল আটটা নাগাদ আত্রেয়ীর কোলে মাথা রেখে জিনিয়ার মৃত্যু ঘটলো।

পাঁচ

জিনিয়ার মৃত্যু হওয়ার পর আত্রেয়ী প্যাকেটটা খুললো, ভিতরে বেশ বড়ো মাপের কুড়িটা হীরে রয়েছে। এত বড়ো হীরে আত্রেয়ী কখনও দেখে নি। পলকাটা হীরের দাম না-কাটা হীরের থেকে বেশি হয়। এগুলো সবই পলকাটা, পালিশ করা হীরে। আলো পড়লে তার থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। একেকটা হীরের দাম কত হতে পারে? ওর অবশ্য এ সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই। তবে, অনুমান করলো, একেকটা হীরের দাম যদি এক কোটি টাকা